182. Fd. 921.1.

সাধন পথে গ্রন্থমালা—৪

লাভজনক কৃষি।

শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

সাধন পথে গ্রন্থমালা—৪

লাভজনক কৃষি।

(প্রথম সংস্করণ)

গ্রন্থকার ও প্রকাশক—

শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল।

৩৭।২, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

"তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মাণি।"

প্রিণ্টার—শ্রীযোগজীবন ঘোষ,

কাত্যায়নী প্রেস,

১৮।১নং ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত] মূল্য ৷০ আনা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

জগদ্ধাত্রী ভারতবর্ষের প্রাণস্বরূপ কৃষকগণের, এবং দেশের কৃষির ও কৃষক-কুলের উন্নতিকামী মহাপ্রাণগণের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ সাদরে উৎসর্গ করিলাম।

নলডাঙ্গা-গোপালপুর,
যশোহর
১৩২৮ বঙ্গাব্দ। } শ্রীঅমরেশ কাঞ্জীলাল

উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান ভারতের অবস্থার উপযোগী করিয়া ভদ্র-বংশীয় যুবকগণের ও, কৃষককুলের যে সকল রীতিতে যে সমস্ত কৃষি অবলম্বন করিলে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা, এই পুস্তকে কেবলমাত্র সেই সমস্ত কৃষির অনুশীলন-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইল।

গ্রন্থকার।

বিষয় সূচী।

বিষয়			পৃষ্ঠা
কৃষকের স্থান	...	...	১
অধ্যবসায়	...	...	২
শিক্ষা	..		,,
ক্ষেত্র	...	...	৩
সার	...	...	৪
লাঙ্গল ও বিদে	..	...	৬
চাষের পশু	..	...	৭
চাষের শত্রু	..	..	৮
পর্য্যবেক্ষণ	...	..	১০
শস্য বিক্রয়	...	...	
ধান	...	...	১১
শণ	...	..	১৩
তিল	..	.	,,
সর্ষপ	..	...	১৪
তিসি	...	.	,,
ভেরেণ্ডা	..	..	১৫
কার্পাস	...	...	১৫
সব্জী	...	...	১৬
আলু	...	...	১৭
টমাটো	...	...	১৯
ফুলকপি	...	.	২০
মানকচু	...	...	২১
বীট	...	...	২২
বাঁধাকপি	...	...	,,
ওল	..	...	২৩
কলাই সুঁটী	...	...	,,
পিঁয়াজ	...	...	২৪
বেগুণ	...	...	২৫
ওলকপি ও গাজর ...		.	২৭
কলা	...	...	,,
পেঁপে	..	.	২৮
খরমুজা, সরদা, তরমুজ		...	,,

লাভজনক কৃষি

প্রথম অধ্যায়।

কৃষকের স্থান

অন্নগত-প্রাণ বর্ত্তমান জগতের জীবন কৃষকেরই হাতে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকার তা বুঝিয়াই লক্ষ্মীর দ্বিতীয় বসতিস্থান কৃষি-কর্ম্মেই স্থির ক'রেছিলেন। দুঃখের বিষয়, ভারতের ক্রম-পতনাবস্থার সময় এদেশের কৃষকগণের সামাজিক স্থান অপেক্ষাকৃত অধস্তন পর্য্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাই, যখন জগতের অপরাপর জাতিসমূহ কৃষির অপরিমেয় উন্নতি-বিধানে ধরিত্রীর নিকট থেকে যথাভিলষিত সিদ্ধিলাভ ক'রতে লাগলেন, তখন আমাদের কৃষককুল উপযুক্ত পরামর্শ ও সহায়তা অভাবে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়লেন। কৃষি-বিদ্যার উপযুক্ত চর্চ্চা অভাবে "সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা" ভারতভূমি উর্ব্বরতা হারা'ল এই ভূমিতে সোনা ফলাতে হ'লে আধুনিক উপায়ে প্রত্যেক অঙ্গুলি ভূমির উর্ব্বরতা বাড়া'তে হবে। কৃষকগণকে সম্মানিত ক'রে, উৎসাহিত ও শিক্ষিত ক'রে এবং সকল রকমে তাদের সাহায্য ক'রে, আমাদের হৃত লক্ষ্মী-শ্রী আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। ভূ ও কৃষিতত্ত্বজ্ঞ উচ্চ-বংশীয় যুবকদের কৃষি অবলম্বন কর'তে হবে। এমন একদল নুতন আদর্শ কৃষকের এখনই কর্ম্মভূমিতে নামা চাই, যাঁরা প্রাচীন ও আধুনিক কৃষি সম্বন্ধীয় সমুদয় নিয়ম কৃষকদের সঙ্গে ক্ষেত্রে অনুশীলন ক'রে তার ফলাফল দেখিয়ে এবং আবশ্যক হ'লে পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত ক'রে সমুদায় কৃষিবিদ্যা নিঃস্বার্থে দেশের কৃষকগণকে শিক্ষা দেবেন।

অধ্যবসায়।

আদর্শ কৃষকের স্বকীয় ব্যবসায়ে সম্মান ও আস্থাবান্ হওয়া, ব্যক্তিগত সামর্থ্যে অটল বিশ্বাসী হওয়া এবং পৃথিবীর মত ধৈর্য্য থাকা আবশ্যক এই সমস্ত গুণ না থাক্‌লে কৃষি কেন, কোনো ব্যবসায়েই চরম উন্নতি লাভের সম্ভাবনা নেই যাঁরা দিন-রাত্রি গালে হাত দিয়ে ব'সে ভাবেন, আর বিচার করেন, তাঁদের কৃষি ব্যবসায় অবলম্বনের পথ না করাই ভাল কৃষক খুব চটপ'টে হবেন। নিজের ক্ষমতা, লোকবল ধনবল, জলবায়ুর অবস্থা, জমির উর্ব্বরাশক্তি, বীজের উৎপাদিকা শক্তি, চাষের পশু, কৃষির শত্রু ইত্যাদি সব বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখবেন, আর "হাঁ" কি "না," যত সত্বর সম্ভব স্থির ক'রে কাজ আরম্ভ ক'রবেন। কৃষককে অনেক সময় প্রাকৃতিক অত্যাচার বা পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়া এমন সব বাধা বিঘ্ন ভোগ ক'রতে হয় "তা ব'লে ভাবনা করা চ'লবে না।" সে রকম কিছু ঘ'টলে সেবার সাবধান হয়ে ফের দুনো উৎসাহে চালা'তে হয় লোকে চাষা বলবে, গায়ে ধুলো কাদা লাগবে, রোদ লাগবে, কিম্বা চাষাদের সঙ্গ ক'রতে হবে, এ সবে বিরক্ত হ'লে আর চাষা হওয়া চ'লবে না। এই সব সহ্য করাই কৃষকের গুণ

শিক্ষা

আমাদের দেশের চাষারা বড়ই বেহিসেবী হিসেব-পত্র রাখা, খরচ, ঋণ ইত্যাদি কমানো, আয় বাড়াবার চেষ্টা করা, ফসল দাদন দেওয়া ও সুদে খাটিয়ে বাড়ানো—এসব চেষ্টা প্রায় নেই ব'ল্লেই হয় রীতিমত

লেখাপড়া না জানাই এসব দোষের কারণ প্রত্যেক কৃষকের ছেলের এজন্য খুব মন দিয়ে ৬ বছর থেকে ১২।১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত চাষের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া হিসেব রাখা ইত্যাদি বেশ মন দিয়ে শেখা দরকার ছেলেদের অভিভাবকেরাই এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা রাখবেন। কৃষি-সম্বন্ধীয় সব কাজের একটা জমা খরচ রেখে দেওয়া উচিত, যে কিসে কেমন লাভ বা ক্ষতি হয় তা হ'লে বুঝে চ'লবার সুবিধে হবে যে লাভ, লোকসান কেমন হ'চ্চে, কোন্ খরচা কমা'তে বা বাড়া'তে হবে রীতিমত হিসেব রাখার বন্দোবস্ত না রেখে চাষের কাজে হাত না দেওয়াই ভাল। প্রত্যেক কৃষকের মনে রাখতে হবে যে এ নতুন যুগে চাষা মানে বড়লোকদের কর্তৃক উৎপীড়িত, ঘৃণিত ছোটলোক নয়, সমাজের ও জাতির প্রাণ, উদার হিসাবী ও কর্ম্মী দেশের আশাই চাষা

ক্ষেত্র।

যিনি নতুন চাষের কাজ আরম্ভ ক'রবেন, তাঁর পক্ষে, যদি সম্ভব হয় ত নদী বা পুকুরের ধারে সমান, পরিষ্কার চৌকো জমি বেছে নেওয়া ভাল। নদী বা পুকুরের নিকটে না পেলে প্রত্যেক তিন একর জমির মধ্যে একটা ক'রে পাতকুয়ো বা পাঁচ একর জমির মাঝে একটা ক'রে ইন্দারা থাকা দরকার চেষ্টাহীন কুড়ে চাষা অনাবৃষ্টির দিন আল্লামিয়ার নাম ক'রে দাড়ি ঝাঁটি দিয়ে কপাল ঠুকলে তার ঘরে হাঁড়ি ঠনঠন্ ক'রবেই, আল্লামিয়ার বাবাও এসে ঠেকাতে পারবে না। ঈশ্বর শুধু কর্ম্মশূর উদ্যোগী পুরুষগণেরই সহায় হন অলসের নহে। অসংখ্য ছোট ছোট নালী ক্ষেত্রের মাঝে চালিয়ে দেবে যাতে কুঁয়োর পাড়ে এক জায়গায় জল ঢাললে ক্ষেত্রের

সবটা জমি ভিজতে পারে একখানা লাঙ্গল আট বিঘে জমি সুন্দর চাষ ক'রতে পারে এ ছাড়া খড়ের জন্য বিঘে দুই জমি খুব ভাল করে ঘিরে পতিত রাখতে হয়। সজনে, জিউলি ঢাকাই ভেরেন্দা, কালচিতে প্রভৃতির ডাল পুঁতে ঐসব ডালের গায়ে তারের কাঁটা মেরে কাঁচা বাঁশের বাঁখারি দিয়ে এবং মাঝে মাঝে কঞ্চি দিয়ে এমন ঘন করে ঘিরবে যে ছাগলের বাচ্চাটাও যেন ক্ষেতের ভিতর ঢুকতে না পারে। যাঁর সামর্থ্য আছে, বাঁখারীর বদলে কাঁটা তার গাছের গায়ে পুঁতে দিয়েও ঘেরা যায়; তা হ'লে আর বছর বছর খরচ করতে হয় না। ক্ষেতের এক কোণে চার-দিকে ঘুরিয়ে গরু, চাষারা এবং যন্ত্রাদি থাকবার এবং বিশ্রামের উপযোগী ছোট ছোট কয়েকখানা ঘর, শস্যের গোলা এবং মাঝে এমন একখানা খোলা বড় ঘর বাঁধবে যেখানে বৃষ্টির সময় শস্য রাখা বা মাড়াই করা সহজ হয়। জমির চার পাশে যেন কোন আগাছার জঙ্গল না থাকে। সর্ব্বত্র যাতে হাওয়া খেলতে ও আলো লাগতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। আরও দশ বিঘে জমি গোচারণের জন্য পতিত রাখবে। তা হ'লে কাঁচা ঘাস কিনতে পয়সা খরচ হবে না এবং পর বৎসর সেখানে ক্ষেত্র করলে অর্দ্ধেক সারে কাজ চ'লবে। এমনি করে পর্য্যায় ক্রমে এক বৎসর যেখানে চাষ, পর বছর সেখানে ঘাস হ'তে পারে।

সার

কোনো চেতন পদার্থই খাদ্য বিনা বাঁচতে পারে না। উদ্ভিদেরও খাদ্য চাই। সারই উদ্ভিদের খাদ্য। অনুর্ব্বর জমিও এই সারের গুণে উর্ব্বর হয়। যে জমিতে স্বভাবতঃ প্রচুর সার থাকে, তাহা ত ভালই ;

অপর জমিতে রীতিমত সার দিতে হয় পৃথক্ পৃথক ফসলের জন্ত পৃথক্ পৃথক্ সার উপযোগী। তবে যে জমিতে নানাবিধ ফসলের পাল্টাপাল্টি চাষ হয়, তাতে এমন কোনো সাধারণ সার দেওয়া উচিত যা সকল ফসলের পক্ষেই উপযোগী নীচে চারি রকম সাধারণ সারের বিষয় লেখা গেল। অল্প খরচায় এক ক্ষেতে সকল রকম ফসলের চাষ ক'রতে হ'লে এদের যে কোনো একটা সার যে কোনো রকম ফসলের চাষের সময় জমিতে দিলেই সুফল পাওয়া যাবে

প্রথমে জমি যথারীতি গুঁড়ো ক'রে চ'ষে, সব আগাছা, ঘাস, শিকড় ইত্যাদি বেছে ফেলে কোনো একটা সার দেবে এক বিঘা জমির উপযোগী সারের পরিমাণ নীচে লেখা গেল :—

১ম প্রকার—

শুয়ানো কিম্বা হাড়ের গুঁড়ো	...	১ মণ,
সোরা	... ...	১৫ সের ;
ফুল খড়ির গুঁড়ো	... ...	১৫ সের ;
স'র্ষে বা ভেরেন্দার খৈল	...	১৫ সের ;
শুক্‌নো গোবরের গুঁড়ো	...	২০ মণ।

এক সঙ্গে বেশ ক'রে মিশিয়ে চষা জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে আবার চ'ষে রাখবে। অন্ততঃ তিন সপ্তা পরে আর একবার চ'ষলে বীজ বোনার বা চারা পুঁতবার যোগ্য হবে। ৩য় প্রকার সার ছাড়া আর সব সার দেওয়া সম্বন্ধেই এই নিয়ম।

২য় প্রকার—

সোডিয়াম্ সালফেট্	...	২॥ সের ;
কাঠের ছাই	... ...	১৭॥ সের ;

ক্রুড্ সাল্‌ফেট্ অব্ য়্যামোনিয়া ... ১ হন্দর ;
হাড়ের গুঁড়ো .. ... ১০ বুশেল।

৩য় প্রকার (তরল সার)—

গুয়ানো বা হাড়ের গুঁড়ো ... ১১। সের ;
জল ... . ৫ গ্যালন।

মিশেয়ে তৈরি ক'রে রাখ। পরে ঐ প্রস্তুত মিশ্র ২ আউন্স্ এবং জল ৫ গ্যালন মিশিয়ে সেই তরল সার চারার বয়স ও বৃদ্ধির অনুপাতে পরিমাণ আন্দাজ ক'রে কিছু কিছু প্রত্যেক চারার গোড়ায় দেবে। তা শুকিয়ে গেলে শুধু জল চারার গোড়ায় দেবে। না শুকানো পর্য্যন্ত শুধু জল দিও না।

৪র্থ প্রকার—

গোবরের গুঁড়ো ... ১৫ মণ,
কাঠের ছাই .. ২ মং ;
খৈল ... . ২০ সের।

লাঙ্গল ও বিদে বা আঁচড়া।

আদর্শ কৃষক দুই রকম লাঙ্গল ও দুই রকম আঁচড়া চাষের জন্য রাখ্‌বেন প্রথমে শুক্‌নো জমি ভাঙ্গবার সময় বড় লাঙ্গল ব্যবহার ক'র্‌বেন। আমাদের দেশে লাঙ্গলের মু'ঠে বা হাতল একটা; লাঙ্গলের ফালও বেশী বড় নয়। দুইটী হাতল ও দুইটী ফালওয়ালা বড় লাঙ্গল হ'লে প্রথমে জমি ভাঙ্গা খুব সহজ হয়, জমিও উত্তমরূপ ভাঙ্গে অনভ্যস্ত

চাষার এমন লাঙ্গলে কাজ ক'র্ত্তে প্রথম প্রথম একটু বাধো বাধো লাগ্‌বে। কিছুদিন কাজ ক'র্‌লে বেশ অভ্যাস হ'য়ে যাবে। লাঙ্গলের ফাল কাঠের ভিতর পরাবার অংশ বাদে দেড় ফুট লম্বা হওয়া চাই। দুইবার এই লাঙ্গলে চাষ দিয়ে এক হাতলের সাধারণ লাঙ্গল ব্যবহার ক'রবেন ; কিন্তু তারও ফাল ১৷৷ ফুট লম্বা হওয়া চাই। এ লাঙ্গলেরও দুই চাষের পর সার ছড়িয়ে বড় বিদে দিয়ে সার মিশিয়ে দিয়ে এক[illegible] জল সেচন ক'রে আর একবার বড় বিদে দেবে। তারপর ঘাস বেছে ফেলে আবার অল্প জল সেচন ক'রে জো মাটীতে বীজ বুনে মই দিয়ে দেবে। চারা ৭৮ আঙ্গুল হ'লে ছোট বিদের আঁচড়া দেবে। বড় বিদের কাটি ১¼ ফুট আর ছোট বিদের কাটি ১½ ফুট হবে।

চাষের পশু।

উন্নত দেশ সকলে ঘোড়ায় লাঙ্গল টানে। ঘোড়া গরুর চেয়ে বলবান্। আমাদের কৃষকেরাও ঘোড়ার চাষ প্রচলন ক'রে দেখ্‌তে পারেন। দুই হাতলওয়ালা লাঙ্গলের পক্ষে ঘোড়াই উপযুক্ত পশু ; অন্ততঃ পক্ষে মহিষ। পাতলা চাষের পক্ষে গরুই ভাল। পশুগুলি সুস্থ ও সবল হওয়া চাই। প্রচুর নিয়মিত খাদ্য দিয়া এইসব পশু পালন ক'র্‌বে, একদিন, অন্ততঃ দুই দিন অন্তর প্রত্যেক পশুকে বিশ্রাম ক'র্‌তে দেবে। একসঙ্গে পাঁচ ঘণ্টার বেশী ও একদিনে আট ঘণ্টার বেশী কোনো পশুকে খাটাবে না। তা হ'লে প্রতি লাঙ্গলের জন্যে চারিটী অন্ততঃ তিনটী পশু রাখা চাইই। দুটী মাত্র পশু প্রতি লাঙ্গলে রা'খলে বিশ্রাম অভাবে পশুগুলি শীঘ্রই অকেজো হ'য়ে যায়।

যে কয়টী পশু থাক্‌বে, তাদের চ'রবার জন্য উপযুক্ত জমি, সারা বছরের জন্য দানা, বিচালি, খৈল প্রভৃতি সর্ব্বদা মজুত রাখা চাই এ সবের যোগাড় না ক'রে চাষ ক'রতে নেমেই ত আমাদের চাষারা ক্রমে গোল্লায় যে'তে ব'সেছে কেঁদে, কাতরিয়ে, ধার ক'রে মরা গরু, নরুনের মত লাঙ্গল নিয়ে চাষ ক'রতে গেলে কখনো দেনা ছাড়াবে না। তা চেয়ে মজুর খাটা বরং ভাল; তা হ'লে যারা পারে, তাদের জন্য জমিগুলো ছাড়া প'ড়তে পারে।

পশুদের জন্য চা'ল ও চিড়ের গুঁড়ো, ক্ষুদ, ভুষি, মাষ কলাই, কোদো, ছোলা, গোয়া এবং স'রষে বা নারকেলের খৈল উত্তম খাদ্য। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ও নিয়মিত সময়ে খাদ্য ও পরিষ্কার জল দেবে। পশুদের ঘর এক দিক ঢালু ও শুক্‌নো হবে, আর যেন প্রচুর যায়গা থাকে এবং বেশ হাওয়া খেল্‌তে পায়

চাষের শত্রু

অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ইন্দুর, নানারূপ কীটপতঙ্গ ও পাখী, গরু, ছাগল, ঘোড়া, বুনো শুয়ার, শজারু প্রভৃতি পশু এবং সবার উপরে মানুষ অর্থাৎ চোর চাষের শত্রু

অনাবৃষ্টির অত্যাচার সব দেশেই হ'তে পারে। কৃত্রিম জল সরবরাহের বন্দোবস্ত ক'রে এ থেকে ক্ষেত বাঁচানো চাই।

অতিবৃষ্টির জন্য ক্ষতি ভারতবর্ষের মধ্যে গুজরাট, বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা ছাড়া অন্য প্রদেশে খুব কম। যেখানে বর্ষা বেশী হয়, সেখানে উপযুক্ত আকৃতিতে ছেঁটে কেটে, ঢালু করে, খাল কেটে, বা পাম্প্‌ ক'রে জল

বে'ব ক'রবার উপায় ক'রতে হয় তবে বন্যায় দেশ ধুয়ে মুছে গেলে আর কোনো বুদ্ধিই খাটে না। তখন খোদার মার—মহাকালের শাসন। ইন্দুর, পাখী প্রভৃতির অত্যাচার থেকে ক্ষেত বাঁচাতে হ'লে কয়েকটা বেরাল ও কুকুর পুষ্‌তে হয় কুকুব চোর থেকে পাখী পর্য্যন্ত সবই শাসায়।

কীট পতঙ্গই হ'লো চাষের সব চেয়ে ভয়ানক ক্ষুদে শত্রু এরা সব সময়ে নজরে পড়েনা। একটা গাছকে তিন চারি মাস চেষ্টা ক'রে বাড়িয়ে তুলেছ, ফলে, ফুলে শোভা পাচ্চে, সকালে ক্ষেতে এসে যদি দেখ, যে সেটাকে কেটে রেখেছে, তা হ'লে প্রাণে যে কষ্ট হয়, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেউ বুঝ্‌তে পারবে না পোকা-মাকড় দমনের জন্য সব সময় অত্যন্ত প্রখর দৃষ্টি রাখ্‌তে হয় সমস্ত ক্ষেতের, বিশেষতঃ তরকারি ক্ষেতের জমি, প্রতি ইঞ্চি সর্ব্বদা তন্ন তন্ন ক'রে এদের তাড়া'তে হয় বড় পাতা ফুল বা ফলে লাগ্‌লে ছাই দেওয়া চলে; অনেক পোকা ছাইও মানে না। হুকার জল পোকা-মাকড়ের উত্তম প্রতিষেধক। তাতেও না গেলে দশ সের জলে এক আউন্স ফিনাইল মিশিয়ে সেই জলের পিচকারি দিলে পোকা পালাবে, গাছেরও ক্ষতি হবে না।

চোরের জন্য কুকুব ও পাহারার বন্দোবস্ত ক'রতে হয়; ধ'রতে পারলে লগুড় ব্যবস্থা। পালিত পশুতে ক্ষেত নষ্ট ক'রলে খোঁয়াড়ে দেওয়াই ভাল। শুয়ার, সজ্জারু ইত্যাদি বুনো পশু শিকার করাই যুক্তিসঙ্গত।

এ ছাড়া কৃষকের নিজের দেহে ও প্রাণে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, আলস্য, সম্মান জ্ঞান, আভিজাত্য ইত্যাদি অনেক শত্রু আছে সে সবের

জন্য নিজের একাগ্রসাধনস্বরূপ মোহমুদ্গর। সকল কাজের কর্তৃত্ব ভগবানের হাতে দিয়ে তাঁর হাতের যন্ত্র হ'য়ে নিজের ও দেশের জন্য কাজ ক'রতে হয়।

পর্য্যবেক্ষণ।

বাঙ্গলায় প্রচলিত ক্ষমাদেবীর বা ক্ষণার বচন "খাটে খাটায়, লাভের গাঁতি; তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি। ঘরে ব'সে পুছে বাৎ, তার ঘরে হা ভাত" অতি সত্য কথা। চাষাদের সঙ্গে ক্ষেত্রস্বামীরও খাটতে হয় এবং সমস্ত কারবারটা নিজের চোখে সর্ব্বদা দেখে, যেখানে যা দরকার তখনি নিজের সামনে করিয়ে নিতে হয়। নচেৎ চাষারা ফাঁকি দিতে পারে। যখন শস্য কাটাই ও মাড়াই হয়, তখন কোন সময় ক্ষেত ছাড়া হ'তে নেই। শস্য মেড়ে, শুকিয়ে মেপে গোলায় চাবি বন্ধ ক'রলে তবে ছুটী।

শস্য বিক্রয়

কৃষকের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত যে তাঁর ক্ষেতের ফসল, যা তাঁর সারা বছরে দরকার হবে তা এবং বীজ না রেখে যেন শস্য কখনো বিক্রী না করেন। উদ্বৃত্তখাদ্যশস্যও বর্ত্তমান সময়ে কোনো বিদেশী বা বিদেশে চালানদাতার নিকট বিক্রয় করা উচিত নয়। কখন্ কোন ফসল বিদেশে রপ্তানিতে দেশের লাভ বা লোকসান, তার সংবাদ আদর্শ কৃষকের সর্ব্বদা রাখ্‌তে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধান।

ধান বাঙ্গলা, উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশের প্রধান খাদ্যশস্য অন্য প্রদেশসকলেরও মোট আবশ্যকীয় চাউল জাতীয় খাদ্যশস্যের প্রায় অর্দ্ধেক ধান, অবশিষ্ট অভাব গমের দ্বারা পূরণ হয় এই দুই শস্যের চাষে অপরিমিত লাভ না হ'লেও, জীবনের সব চেয়ে দরকারী শস্য ব'লে লাভজনক কৃষিতে এদের চাষের বিষয় লেখা হ'ল ধানের চাষ ভারতের অনেক চাষাই জানে; কিন্তু যে প্রণালীতে চাষ ক'র্লে খুব বেশী লাভের সম্ভাবনা এখানে তাই আলোচনা করা গেল

যন্ত্রাদির ব্যবস্থা আগে যেমন বলা হ'য়েছে তেমনি ক'র্বে শুধু ধান এক জমিতে না দিয়ে অন্য শস্যের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি চাষ ক'র্লেই ভাল হয়। তেমন চাষের উপযুক্ত সারের বিষয় আগেই বলা হ'য়েছে। শুধু ধান একই জমিতে বুনতে হ'লে তার সার গোবরের ও খৈলের গুঁড়ো সমান পরিমাণে মিশিয়ে বিঘে প্রতি দশ মণ ধান বুনবার অন্ততঃ এক মাস আগে ক্ষেতে ছড়িয়ে দিতে হয় ঐ সঙ্গে এক মণ হাড়ের গুঁড়ো থা'ক্লে আরো ভাল ফলন হয়। যদি গাছে জোর বেশী হবার দরুন খুব চৌড়া পাতা হ'য়ে গাছ ফুল্বা'র আগেই নুইয়ে প'ড়'র মত হয়, তবে প্রতি বিঘায় পাঁচ সের লবণের মিহি গুঁড়ো দ্বিগুণ মাটী মিশিয়ে জমিতে ছড়িয়ে দেবে। সাবধান, গাছ ফুলে গেলে আর লবণ ছড়াবে না ঘাস হ'লে বেশ ক'রে নিড়িয়ে দেবে এবং দরকার হ'লে জল সেচন ক'রবে

ধানের শ্রেণী। ধান মোটামুটি ৪ শ্রেণীর। দুই রকম আউশ; যথা—(১) ষাটি বা বোরো। এ ধান বুনবার দিন থেকে দুই মাসে কাটবার যোগ্য হয়। (২) সাধারণ আউশ; বুনবার সময় বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ভাদ্রে কাটতে হয় আর দুই রকম আমন—(১) ছোটনা বা যে ধান কম জলে হয় এবং (২) বড়ন অর্থাৎ যে ধান অনেক জলে জন্মে। ষাটিও জলে জন্মে। ফাল্গুন মাসে মরা নদী, বিল ইত্যাদি শুকিয়ে আসবার সময় বীজ ছড়িয়ে দেওয়া ও বৈশাখ মাসে পাকলে কেটে নেওয়া মাত্র ষাটির কাজ বড়ন ধানও প্রথমে বীজ পাতো দিয়ে, ১ ফুট আন্দাজ চারা বেরুলে, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে জমি পাকিয়ে রুইতে হয়, পরে অঘ্রান পৌষে কেটে নিলেই হ'ল। কিন্তু আউস ও ছোটনা আমনের কাজ অনেক। বিদে বা আঁচড়া দিতে হয় এবং অন্ততঃ দুই বার ঘাস নিড়িয়ে দিতে হয়। আবশ্যক হ'লে জল সেচনও দরকার মোটা জাতীয় ধান একটু বেশী আবহাওয়ার অত্যাচার সইতে পারে; এজন্য চাষারা অনেক স্থানে মোটা ধানেরই চাষ বেশী করে কিন্তু সরু ধান রীতিমত যত্ন ও পয়সা খরচ ক'রে করলেও লাভ অনেক বেশী হয়। এ পর্য্যন্ত যত রকম ধান পরীক্ষা করা হ'য়েছে, তার মধ্যে হাতীশালের ফলন সব চেয়ে বেশী। এর চা'ল সরু ও শাদা, এজন্য বেশী দামেই বিক্রী হয়। এই ধানের প্রধান সুবিধে এই যে বুনবার পর মোটে জল না হ'লেও গাছ মরে না। আউশ ধান শ্রাবণ, ভাদ্রে পাকে। তখন দেশে ধানের চাহিদাও খুব বেশী। যদি ভাল দর পাও তবে বিক্রী ক'রে দেওয়া মন্দ নয়; অবশ্য ঘরে যদি খাবার ধান থাকে। আমন ধান যখন জন্মে, বছরের মধ্যে সেই সময়েই ধানের দর সব চেয়ে কমে। সুতরাং তখন ধান বিক্রী না

করাই ভাল অনেকে সওয় বা দেড়া সুদে ধান কর্জ্জ নেয়, এরকম দাদন বেশ লাভের। ভাল গোলা না থাকলে, এবং বিশ্বাসী খাতক পেলে দাদন দেওয়াই ভাল আর তা থাকলে শুকিয়ে, ঝেড়ে মেপে গোলায় তুলবে পরে বছরের মধ্যে সব চেয়ে যখন ধানের দর বাড়বে, তখন ছেড়ে দেবে। বিচালীগুলি যত্নে ক'রে পালা দিয়ে রেখে নিজের দরকারের অতিরিক্ত যা বাঁচবে, বেশী দামের সময় বেঁচে ফেলবে। সব শস্যেরই বুঝে বিক্রী ক'রবার সময় আছে। তা অবস্থা বুঝে কৃষকের ঠিক ক'রে নিতে হয়

গম।

যে পেটেন্ট্ সারের বিষয় লেখা হ'য়েছে তারই কোনো একটা ক্ষেতে দেবে বর্ষা শেষ হবামাত্র চাষ সুরু ক'রে কার্ত্তিক মাসে "জো" মাটীতে ভাল বীজ বুনবে। ক্ষেতে জঙ্গল হ'তে দিও না বিঘে প্রতি আধ মণ বীজই যথেষ্ট। জমি খুব ক'ড়ে গেলে জল সেচন করা আর শত্রু থেকে রক্ষা ক'রে চৈত্র মাসে কেটে মেড়ে গোলায় তোলা ছাড়া বিশেষ কাজ কিছু নেই। এরও বিচালীর ব্যবস্থা ধানের বিচালীর মত ক'রবে। এঁটেল মাটীতে গমের চাষ ভাল হয়।

তিল।

উঁচু ঢালু দোআঁশ মাটী তিলের উপযোগী। তিল, সরষে বা নারকেলের খৈল এবং শুকনো গোবরের গুঁড়ো আধাআধি মিশিয়ে বিঘেপ্রতি ৪০ মণ দিলে বেশ ভাল তিলের ফলন হবে ভাদ্র মাসে তিল বুনতে হয়।

কৃষ্ণ তিলই ভাল ও মূল্যবান্ এর ফলনও প্রচুর তিলের তেলকে মিঠা তেল বা সুইট্ অইল বলে তিলের মত প্রচুর তেল আর কোনো বীজেই হয় না।

সর্ষপ।

স'রষে বুনবারও সময় আশ্বিন মাস বর্ষা শেষ হ'লেই একটা চাষ দিয়ে সার দেবে পরে আর দুটো চাষ দিয়ে স'রষে বুনবে যদি ফুলের কুঁড়ি হবার সময় জমি বেশী কড়া থাকে তবে একবার অল্প জল সেচন ক'র্‌লে ভাল হয় একেবারে ফল শুকিয়ে ফুটে যাবার আগে স'রষে না তুল্‌লে ঝ'রে অনেক নষ্ট হ'য়ে যায়। পতিত জমিতে ও ছোটো ছোটো আগাছার জঙ্গল মারা নতুন জমিতে প্রচুর স'রষে হয়। পচাপাতা খৈল, শুক্‌নো গোবরের গুঁড়ো এবং কাঠের ছাই সম পরিমাণে মিশিয়ে বিঘে প্রতি কুড়িমণ সার দিলে স'রষের জমিতে বেশ সার হবে।

তিসি বা ম'ষনে।

তিসি পৃথিবীর মধ্যে একটা অত্যাবশ্যকীয় তেল-বীজ কোনো রকম তেল-রং তিসির তেলে না মিশালে তৈরি হয় না এর চাষে লাভ অত্যন্ত বেশী। কার্ত্তিক মাসে স'রষের মত চাষ ও সার ইত্যাদি দিয়ে তিসিরও চাষ ক'র্‌তে হয় তবে স'রষের জমি চেয়ে তিসির জমি একটু কড়া হলেও ক্ষতি হয় না তিসির ক্ষেতে মটর কিম্বা মসুর বুন্‌লে তিসির বিশেষ ক্ষতি হয় না। লাভও বেশী হয় তবে মটর অপেক্ষা দুই ফসলের চাষে তিসির ক্ষেতে মসুরই বেশী উপযুক্ত

ভেরেন্দা

ভেরেন্দার চাষের জন্য বাঙ্গালা দেশে প্রথম শ্রেণীর জমি না হ'লেও চলে শ্রাবণের শেষে বা ভাদ্রের প্রথমে জমিতে ১টা চাষ ও সার দিয়ে ২ হাত অন্তর একটা ক'রে বীজ ফেলে, বীজগুলি আধ ইঞ্চি মাটি দিয়ে ঢেকে দেবে। একটু দেখতে হবে যেন গাছ ছোট থাকতে জমিতে ঘাস, জঙ্গল না হয় ফুল হবার সময় জমি বেশী কড়া থাকলে একবার জলসেচন ক'রতে হয় আর বিশেষ তদ্বির নেই ফল পাকলে গাছ কেটে ফল সংগ্রহ ক'রে নেবে শুকনো গাছগুলি পাতলা জ্বালানি কাঠের কাজ করবে ভেরেন্দার ক্ষেতে ঝিঙে, শশা, কাঁকুড় কাঁকরোল উচ্ছে ইত্যাদির চাষও চলে

কার্পাস।

যে জমিতে আউশ ধান বা রবিখন্দ হয়, এমন কালো মাটীর জমিতে কাপাস সব চেয়ে ভাল জন্মে। কালো এঁটেল মাটীর অপর নামই কার্পাস মাটী ৪নং সার দিয়ে জমি আগে থেকে তৈরি রেখে বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠের প্রথমে বৃষ্টি হ'লে "জো" মাটীতে ২ হাত অন্তর একটা ক'রে ইজিপ্সিয়ান্ (মিশরের) বা আমেরিকান্ কাপাসের বীজ ফেলে যাবে। যে প্রদেশে জমি খুব কড়া, সেখানে ১ হাত অন্তর বীজ ফেলতে হয়। চারার ভিতর ঘাস হ'লে নিড়িয়ে দেবে জমি খুব কড়ে গেলে ২।১ বার জল দিতে হয় স্যাঁৎসেঁতে জমি কার্পাসের একেবারে অনুপযুক্ত। উঁচু ভিটে জমিতে কার্পাস ভাল হয়। ফলগুলি ফাটলে ৩ বারে ফসল

সব তুলে নেবে কেহ কেহ গাছ কার্পাস ২৩ বছর ক্ষেতে রাখেন তাতে জমির তেজ ক'মে যায়। এ জন্য এক বছরেই গাছ কেটে ফেলে পরের বছর ঐ জমিতে সার দিয়ে অন্য ফসল দিলে ভাল হয় গবর্ণমেণ্ট বীজভাণ্ডার, সার্কুলার রোড্ শিয়ালদা এবং ম্যানেজার, রাজনন্দগাঁও কটন্ মিল্‌স্ লিমিটেড্ (সি, পি,) এই দুই ঠিকানায় ভাল তুলোর বীজ পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

সব্জী

আলু, টমাটো, বেগুণ, বীট্, গাজর, ওলকপি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, পিঁয়াজ, কলাইসুঁটী, ওল ও মান এই বারোটা তরকারির চাষে প্রচুর লাভ হয় বীট্, গাজর, ওলকপি, ফুলকপি ও বাঁধাকপির জন্য সারের অত্যন্ত বেশী চাই এক ক্ষেতে প্রতি বছর একই তরকারির চাষ না ক'রে মোট সব্জীবাগটা বারো অংশে ভাগ ক'রে চাষ ক'রবে এবং পর পর বছরে প্রত্যেক ক্ষেতে পর পর বছর যেমন ক'রে পাল্টাপাল্টি চাষ ক'রলে সব চেয়ে বেশী ফসল পাওয়া যায়, তার একটা তালিকা দেওয়া গেল:

আলু।

আলুর মাটী দো-আঁশ হওয়া চাই দো-আঁশ না হ'য়ে যদি এঁটেল হয়, তবে বালি মিশিয়ে এবং বেশী বেলে হ'লে পাতাপচাসার, গোবরের গুঁড়ো, ছাই, ইত্যাদি মিশিয়ে নিতে হয় তার থেকে প্রতি মাসে দুটো ক'রে চাষ এবং সার দিয়ে জমি তৈরি রাখ্‌তে হয়। এমন ভাবে আ'ল বেঁধে রাখবে যেন বর্ষায় সার ধুয়ে না যায়। যে সব সাধারণ সারের বিষয় প্রথম অধ্যায়ে লেখা হ'য়েছে, তাতেই বেশ ফল পাওয়া যায়, প্রচুর লাভের জন্য আলুর ক্ষেতের বিঘে প্রতি বিশেষ সারের পরিমাণ :—

১ম প্রকার	(১)	শুক্‌নো গোবর ৭০ মণ ;		
	(২)	খৈল	...	১০ মণ ,
	(৩)	ছাই	...	৪০ মণ
২য় প্রকার	(১)	সালফেট্‌ অব্‌ য়্যামোনিয়া	..	৴৩ সের ,
	(২)	সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ পটাশ	...	৹২ সের ;
	(৩)	সুপার ফস্‌ফেট্‌	...	৴২ সের।

নাইনিতাল ও দার্জ্জিলিং আলুর ফলন সব চেয়ে বেশী দার্জ্জিলিং আলুর আস্বাদ সব চেয়ে ভাল, আর নষ্টও হয় কম। সব একই রকম মাঝারি আলু বীজের জন্য রাখ্‌তে হয় বীজে ১ ইঞ্চি ক'রে অঙ্কুর হ'লেই বীজ আলু ২।৩ টুক্‌রো ক'রে কেটে, কাটা যায়গায় গোবর দিয়ে ঢেকে ২ ৩টী ক'রে অঙ্কুর রেখে রোয়া উচিত। যখন বর্ষা আর ফিরবার সম্ভাবনা থাকে না তখন সার দেওয়া জমি একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে "জো" মাটীতে দুই ফুট অন্তর নালির মত কেটে যাবে . মাঝে

মাঝে নালির মাটীর লাইন থাক্‌বে। বীজ পুতবার সময় নালির ভিতর ১ফুট অন্তর আধ ফুট গভীর ও আধ ফুট চওড়া একটা ক'রে গর্ত্ত ক'রে অর্দ্ধেক মাটী ও অর্দ্ধেক কাঠের গুঁড়ো এক সঙ্গে মিশিয়ে তা দিয়ে গর্ত্তের অর্দ্ধেক পু'রে তার ঠিক মাঝখানে ১ চামচ ক'রে ৩নং সার দিয়ে সেখানে বীজ আলুটী দিয়ে পাশের লাইনের মাটী টেনে বীজের উপর বেদী ক'রে দেবে আলুর গাছ আধ হাত উঁচু হ'লে আবার লাইনের মাটী টেনে এনে বেদীর উপর এমন ক'রে গাছের ডগাগুলো ঢেকে দেবে যেন ডগার ৩৪ ইঞ্চি মাত্র আগা বাইরে থাকে এর পর আরো ৩৪ বার জল দেওয়া ও মাটী টেনে ডগা ঢেকে দেওয়া দরকার। ক্ষেতের জমি যেন ক'ড়ে না যায় বা অতিরিক্ত নরম না হয় সর্ব্বদা কোমল "জো" মাটী রাখ্‌বার চেষ্টা ক'রবে। আলু কেউ কেউ একেবারেই তোলেন কেউ বা ২৩ বারে তোলেন আলু তুল্‌বামাত্র বে'চে ফেল্‌তে হয় বেশী লাভের আশায় বেশী দিন ঘরে রাখ্‌লে প্রায়ই লোক্‌সান ভোগ ক'রতে হয় বরং খুব আগে বাজারে আলু উঠাতে পারলে বেশ লাভ হয়। নিজেদের খাবার জন্যে কিম্বা বীজ আলু ঘরে রাখবার দরকার হ'লে একেবারে নির্দ্দোষ মাঝারি আলু একটা শুক্‌নো, খট্‌খটে, অন্ধকার, অথচ বেশ বাতাস খেলে এমন ঘরে, মাটী ছাড়া ১ফুট উঁচু ক'রে, ইট বা কাঠের পায়া বসিয়ে, তার উপর লোহার খুব সরু জালের বাক্সে চাবি বন্ধ ক'রে আলু রাখ্‌তে হয় নচেৎ ইন্দুরে সব সাবাড় ক'রে দেয় আর আলুতে হাওয়া না লাগ্‌লে প'চে যায় প্রথমে খাঁচাটার ভিতর ½ ইঞ্চি বালি পাতিয়ে আলুগুলো এমন ভাবে বসাবে যেন বসান বেশ ঘন হয়, অথচ গায়ে গায়ে না লাগে, মধ্যে বালির ব্যবধান থাকে তারপর আধ ইঞ্চি

বালি দিয়ে আবার উপরে ঠিক অমনি ক'রে সাজাবে এমনি ক'রে ১ ফুট্ বা ১॥ ফুট্ উঁচু ক'রে রাখ্‌বে, তার বেশী নয়

টমাটো (বিলাতী বেগুণ)।

টমাটোর জমি দোআঁশ চাই আর সব যায়গায় যেন রোদ্ [illegible]; কোথায়ও স্যাঁৎসেতে না হয়। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে খোলা যায়গায় হাপর তৈরি ক'রে ১ ইঞ্চি ব্যবধানে বীজ ফেলে চারা তৈরি ক'রে নিয়ে ১৫।২০ দিন পরে চারা তুলে স্থায়ী ক্ষেতে রুইতে হয়।

১ বিঘে জমিতে সুপার ফসফেট অব্ অ্যামোনিয়া ৪ সের, নাইট্রেট্ অব্ পটাশ ২ সের এবং কাঠের সার ৪ সের একত্রে মিশালে টমাটোর খুব ভাল সার হবে হাপর থেকে চারা তুলবার দিন হাপরে প্রচুর জল ঢেলে মাটী খুব নরম ক'রে নিয়ে তুল্‌বে, নৈলে শিকড় কেটে চারা ম'রে যেতে পারে মনে রাখবে যে, সকল সব্জির চারাই হাপর থেকে এই নিয়মে তুল্‌তে হয় ক্ষেতে ৩ ফুট্ অন্তর লাইন কেটে ১ ফুট অন্তর চারা রুয়ে যাবে ৩ ৪ দিন সকালে চারাগুলো রোদ থেকে বাঁচাতে কলার পাতা বা খোলা, মান কচুর পাতা ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে এবং সন্ধ্যায় খুলে দিতে হয়। ১০ দিন অন্তর জলসেচন এবং প্রতি জল সেচনের ৫ দিন পরে ৩০।৫ তরল সার চারার গোড়ায় একটু ক'রে দিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে চারা বেশী ঝোপ্‌সা হ'য়ে গেলে ডাল ছেঁটে নীচে ভার রাখবার জন্যে বাঁশের ছোট মাচা তৈরি ক'রে দেবে। প্রথম ফুল হ'লে ডগাগুলো কেটে ফেল্‌লে ফসল বেশী হয়, ফলগুলো ভাল পাকে ও মিষ্টি হয় যেখানে সাহেবরা থাকে, তার নিকটে টমাটো

ক্ষেত ক'রে বাজারে উঠাতে পা'ল্লে প্রচুর লাভ হয় ৪ বিঘে জমিতে কেবলমাত্র টমাটোর চাষ ক'ল্লে এক বারের চাষে খরচ বাদে অন্ততঃ হাজার টাকা লাভ হবে, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই

ফুল কপি

বর্ষা শেষ হ'লে একটু উঁচু জমিতে বেশী ক'রে পচা পাতা ও গোবর গুঁড়ো সমান পরিমাণে মিশানো সার দিয়ে হাপর তৈরি ক'রে বীজ ফেল্‌বে। ৮।১০ দিন পরে চারা বেরুলে কড়া রো'দ থেকে বাঁচাবে এবং হাঁপরের চা'র দিকে ছাইয়ের বেড় দিয়ে রাখ্‌বে। হাপর শুক্‌নো থাক্‌লে সন্ধ্যাবেলা অল্প অল্প জল ছিটিয়ে দেবে

ক্ষেতে যেন ঘাসের শিকড়টাও না থাকে। একেবারে সমতল পরিষ্কার খোলা যায়গা এবং মাটী কাশীর চিনির মত কোমল হবে।

১ বিঘা ফুলকপি ক্ষেতের সার :—পচাপাতা ১০ মণ, গোবরের গুঁড়ো ২০ মণ; খৈল ১০ মণ; গুয়ানো কিম্বা হাড়ের গুঁড়ো ১ মণ, কাঠের ছাই ৯ মণ। বারংবার চ'ষে সার দিয়ে জমি আগেই তৈরি রাখ্‌বে চারা যখন ৪ ইঞ্চি বড় হবে তখন ২॥ ফুট ব্যবধানে লাইন কেটে, ১॥ ফুট অন্তর একটা ক'রে ১ ফুট চওড়া ও ১ ফুট গভীর গর্ত্ত ক'রে, উপরে লেখা সার ও মাটি সমান ভাবে মেশান সার মাটি দিয়ে ঐ গর্ত্তের অর্দ্ধেক ভরাট ক'রবে শেষে হাপর থেকে সাবধানে চারা তুলে সন্ধ্যা বেলা রুয়ে দেবে, এবং গোড়ায় একটু ৩নং সার দেবে খুব সাবধান হ'য়ে দেখ্‌বে যেন কোনো পোকা মাকড় কোনো পাতার গায়ে না লাগে; লাগ্‌লে সে পাতা কেটে ফেলে দেবে ফুল ফুটে না যেতেই ঈষৎ সবুজ

রং থাকতে থাকতেই বিক্রী ক'রলে সব চেয়ে বেশী দাম পাওয়া যায়। প্রতি ১০-১৫ দিন অন্তর একবার ক'রে বীজ পাতো দেবে এবং চারা লাগাবে তাহ'লে ক্ষেতে সব সময় ফুলকপি থাকবে

মানকচু

পৌষ থেকে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত মানকচু রুইবার সময়। মানকচুর ডাঁটাটার দিকের আধ ইঞ্চি কচু সমেত কেটে ডাঁটাটা পুঁতে দিতে হয় অথবা ছোটো একটা কচু পুঁতলেও হয় মানকচুর ক্ষেত নদীর ধারে, রো'দ-পিঠে যায়গায়, বলে মাটিতে হ'লেই ভাল হয়। মানের ক্ষেত খুব গভীর ক'রে চ'ষে যাষ, আগাছা সব বেছে ফেলবে। পরে ৪ হাত অন্তর লাইনে, ৪ হাত অন্তর চারা পুতবে চারা পুতবার গর্ত্ত চারার আকৃতি বুঝে ১ হাত থেকে ১॥ হাত পর্য্যন্ত গভীর হ'তে পারে; চওড়া ১॥ ফুট হবে গর্ত্তের ভিতর ছাই ৩ ভাগ, শুকনো গোবরের গুঁড়ো ½ ভাগ ও খৈল ½ ভাগ মিশিয়ে আল্গা ভাবে গর্ত্তের অর্দ্ধেক ভরাট ক'রে তবে চারা পুতবে ভাদ্র মাসে একবার ক্ষেত কুপিয়ে যাষ, জঙ্গল নিড়িয়ে দেবে ডেগোগুলো খুব বেশী বিস্তৃত হ'লে নীচে থেকে পাবা দেখে ২।১টা কেটে ক্ষেতের মাঝেই ফেলে রেখো; প'চে সার হবে শূয়ার ও শজারু কচুর ভয়ানক শত্রু; শিকারের ব্যবস্থা আগেই দেওয়া হ'য়েছে শজারুর মাংস খুব নরম; অনেকে শূকরও খায় খুব শুকনো দেশে কচু ভাল হয় না। কিন্তু ক্ষেতে জল দিয়ে ক'রতে পা'রলে বড্ড মিষ্টি হয় ক্ষেত খুব ক'ড়ে গেলে নালি কেটে ২।১ বার জল সেচন ক'রলেই হ'ল; আর কোনো

কাজ নেই অগ্রাণ মাস থেকে সব চেয়ে বড় দেখে ২।১টা ক'রে কচু তুলে বিক্রী ক'রবে যশোরের কচু ১ মণ পর্য্যন্তও হ'তে দেখা গিয়াছে এই কচু যেমন বড় তেমনি নরম ও মিষ্টি কাশীর কচু সিদ্ধ হ'লে ময়দার মত ও খুব মিষ্টি হয়, তবে বেশী বড় হয় না মান সুমিষ্ট তরকারি, রোগীর পথ্য এবং উপকারী, এজন্য উচ্চ মূল্যে বিক্রী হয়।

—o

বীট

ভাদ্র মাসে ফুলকপির বীজের মত বীটের বীজও হাপরে বসাবে। বীট সাহেবদের একটা প্রিয় খাদ্য নানারূপ জ্যাম, জেলী ও তরকারিতে বীট ব্যবহৃত হয়। এরও দাম বেশ চড়া আশ্বিন মাসে জমিতে চাষ ও ৪নং সার দিয়ে খুব কোমল ক'রে চ'ষে ৫।৬ ইঞ্চি বীটের চারা হাঁপর থেকে তুলে ১ ফুট অন্তর লাইন কেটে ১ ফুট ফাঁক রেখে গোড়ায় আল্গা সারমাটী ও ১ চামচ ক'রে ৩নং সার দিয়ে ক্ষেতে স্থায়ী ভাবে পুঁতবে জমি ক'ড়ে গেলে মাঝে মাঝে জল দেবে। আর কোনো তদ্বির নেই।

—o—

বাঁধাকপি

হাঁপর প্রভৃতি সব ফুল কপিরই মত, কেবল বাঁধা কপির ক্ষেতে বালির অংশ শতকরা ৪০ অংশ বা তারও কম হ'লে ভাল হয়। সার ঠিক ফুলকপির ক্ষেতের মতই দেবে এব চারা পুঁততে ফুলকপির

মত গর্ত্ত ক'রবার দরকার নেই ; কেবল ৩ নং সার চারার গোড়ায় দিলেই চ'লবে ক্ষেতে সর্ব্বদা প্রচুর জল দেবে নালির ভিতর সোরা ছড়িয়ে দিয়ে জল দিলে খুব শীঘ্র বাড়বে

—০—

ওল

ওলের চাষ ঠিক মানের চাষের মত, কিছুমাত্র পার্থক্য নেই এঁটেল মাটী ও ছাই মিশানো দোআঁশ মাটীই ওলের পক্ষে প্রশস্ত। সাঁতরাগাছি ও যশোরের ওল বিখ্যাত যারা চাষ করে, তারা ওলের মুখীগুলো থেকে বীজ তৈরি করে কতকগুলো মুখী গোবর ও মাটী দিয়ে মেখে তাল ক'রে ছায়ায় রেখে দেবে। একটু শুকালে, আশ্বিন মাসে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হ'লে লাগাতে হয় জমিতে লাইন ক'রে দুই হাত অন্তর দেড় ফুট চওড়া ও দেড় ফুট গভীর গর্ত্ত ক'রে, তার অর্দ্ধেক সম পরিমানে ছাই ও শুক্‌নো গোবরের গুঁড়ো মিশিয়ে আলাদাভাবে গর্ত্তের ¾ অংশ পূর্ণ ক'রে, তার মধ্যে ঐ তালগুলো দিয়ে আলাদাভাবে ৪ ৫ ইঞ্চি মাটি চাপা দেবে যত বড় বীজের তাল পোঁতা যাবে, তত বড় ওলগুলো হবে

———

কলাইশুঁটী

যে দোআঁশ জমিতে বেশ রৌদ্র পায় এমন জমিতে মটরশুঁটী ভাল হয়। পটনাই মটর, কাবুলী মটর, ওলন্দা মটর এবং বিলাতী মটর অর্থাৎ সুইট পি মটর শুঁটীর মধ্যে উত্তম। শুঁটীর ক্ষেতে বেশী সার

দিতে নেই ৪ ৫ মাস আগে অল্প সার দিয়ে ফেলে রাখবে। ২॥ ফুট অন্তর সা'র কেটে ২ ৩ ইঞ্চি অন্তর একটা ক'রে বা দুটো ক'রে বীজ ফেলবে আগে থেকে ১৮ ২০ ঘণ্টা ভিজিয়ে কল বের ক'রে নিয়ে রুইলে ভাল হয়। শ্রাবণের শেষ বা ভাদ্রের প্রথম থেকে বীজ বুনতে আরম্ভ ক'রে ফি ১৫ দিন অন্তর পৌষ মাস পর্য্যন্ত বুনে যাবে ½ ইঞ্চি মাটির নীচে বীজ ফেললে জলদি মটর ফ'লবে, এক ইঞ্চি নীচে ফেললে তার চেয়ে নাবি হবে। বরাবর ক্ষেতে সুঁটী রাখতে হ'লে এই সব নিয়মে ক'রবে। চাঁরা বড় হ'য়ে ডগা ও আঁকড়া ছাড়তে আরম্ভ ক'রলে লাইনের দুদিক থেকে কঞ্চি পুঁতে মাঝখানে দুটী কাটীর মাঝখানটা মিলিয়ে দেবে। লাইনের দুইধার থেকে মাটী দিয়ে ৬ ইঞ্চি উঁচু ক'রে চেপে দেবে। জমি কড়া থাকলে ফুল হবার অন্ততঃ ১৫ দিন আগে একবার জল দিয়ে জঙ্গল নিড়িয়ে দেবে

—০—

পিঁয়াজ

পিঁয়াজ অত্যন্ত লাভজনক সব্জী; একাধারে মসলা ও সব্জী। ভারতের শতকরা ৮০ জন লোকের পিঁয়াজ নিত্য খাদ্য। সুতরাং পিঁয়াজের চাস বেশী ক'রে ক'রতে পারলে বিলক্ষণ লাভ হয়। পিঁয়াজ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর; বড় ও ছোট। ছোট পিঁয়াজে কড়া গন্ধ ও ঝাল, দামও কম। বড় অর্থাৎ বোম্বাই পিঁয়াজ যেমন মিষ্টি তেমনি সুগন্ধ। এজন্য এর চাষ বাড়ান উচিত। ছোট পিঁয়াজের ফলন কিছু বেশী। ১ বিঘে জমিতে প্রায় ১০ আউন্স বীজ দরকার। খোলা বাতাস আর সর্ব্বদা রোদ পায় এমন দো-আঁশ লাল'মাটীর ক্ষেতে পিঁয়াজ

ভাল হয়। প্রতি বিঘায় ৩০ মণ ক'রে ৪নং সার দিয়ে ভাদ্র মাস থেকে জমি তৈরি রাখ্‌বে। ঘাষ, জঙ্গল যেন কিছু ক্ষেতে না থাকে। বর্ষা শেষ হ'লে পাট্‌ ক'রে, ১ ফুট অন্তর লাইন ক'রে ৬ ইঞ্চি অন্তর বীজ ফেলে যাবে। পিঁয়াজের বীজ দুই রকম। ছোটো ছোটো পিঁয়াজ থেকেও হয়, বীজ থেকেও হয়। বড় পিঁয়াজ বীজ থেকেই উৎপন্ন করা হ'য়ে থাকে। পিঁয়াজে কালি বেরুবার আগে ঘাষ নিড়িয়ে একবার জল দিলে ভাল হয়। তারপর ফুললে কচি থাক্‌তে থাক্‌তে কালি তুলে বিক্রী ক'রবে। পিঁয়াজের পাতা পেকে গেলে সাবধানে তুলে ফেলতে হয়। তুলবার সময় যেন কেটেকুটে না যায়। লাল, সাদা ও সোনালি তিনরকম পিঁয়াজেরই বীজ বুনতে হয়। সকল রকম পিঁয়াজেরই কতকগুলো বীজের জন্যে ক্ষেতে রাখবে, এবং বীজ হ'লে সংগ্রহ ক'রে রাখ্‌বে। পিঁয়াজ উঠিয়ে ধুয়ে ৪।৫টা পাতা সমেত ৮।১০টার থোলো ক'রে বেঁধে রাখলে বেশ সুন্দর দেখায়। বর্ষাকাল থেকে পিঁয়াজের দাম খুব বাড়ে। তখন ছেড়ে দিলে বেশ লাভ হবে।

বেগুণ।

বেগুণের ক্ষেত ঠিক টমাটোর ক্ষেতের মত হবে। ১ বিঘা জমিতে প্রায় ৫ তোলা বীজ লাগে। বেগুণের ক্ষেতের সার ;—

(১) সুপার ফস্‌ফেট্‌ অব্‌ য়্যামোনিয়া ... ৩ সের ;
(২) নাইট্রেট্‌ অব্‌ পটাশ ... ... ২ সের ;
(৩) কাঠের ছাই ... ... ১০ সের ;
(৪) গোবরের গুঁড়ো .. ... ২৫ সের।

চৈত্র মাস থেকে অথবা ক্ষেতের পিঁয়াজ উঠে গেলেই চাষ দিয়ে জমি সার দিয়ে তৈরি রাখবে বৈশাখ মাসের শেষেই হাঁপরে বীজ বসিয়ে চারা বের ক'রবে খৈল ১ ভাগ; পচা পাতা সার ১ ভাগ; মাটী হ'য়ে গিয়েছে এমন গোবর ১ ভাগ ও আর গুয়ানো ১ ভাগ মিশিয়ে ১ সপ্তা পচিয়ে রেখে সম পরিমান মাটীতে মিশিয়ে সেই মাটীর হাঁপর তৈরি ক'রে ২ ইঞ্চি অন্তর বীজ ফেলে অল্প জল ছিটিয়ে দিয়ে উপরে খুব পাতলা ক'রে খড় বিছিয়ে দিয়ে খড়গুলো ভিজে ভিজে ক'রে জল ছিটিয়ে দিয়ে সেই ভাবে ২৪ ঘণ্টা রাখবে। পরদিন খড় তুলে ফেলে আবার জল ছিটিয়ে দেবে। বেশী জল ছিটিয়ে কাদা ক'রবে না। প্রতি ১৫ দিন অন্তর আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এমনি ক'রে বীজ বসিয়ে ও চারা লাগিয়ে যাবে। তাহ'লে সর্ব্বদা ক্ষেতে বেগুন থাকবে। চারাগুলিতে ৪।৫ পাতা বেরুলে হাঁপরে জল ঢেলে ২।৩ ঘণ্টা রেখে সাবধানে চারা উঠিয়ে ক্ষেতে রুইবে এবং গোড়ায় ৩ নং সার দেবে। ক্ষেতে অবস্থা বুঝে ২ হাত অন্তর লাইনে, ২ হাত অন্তর ব্যবধানে চারা রুইবে। প্রথম মাসে রোজ বা ১ দিন অন্তর জল দেবে পরে গাছে ফুল হবার আগে পর্য্যন্ত সপ্তায় ২ দিন ক'রে দেবে। গাছের বেশ জোর হ'য়ে গেলে বন্ধ ক'রবে। তবে জমি খুব ক'ড়ে গেলে একবার সমস্ত ক্ষেত ভিজিয়ে দিলে দ্বিগুণ ফলন হবে সপ্তায় ২ দিন বেগুণ তুলে হাটে, বাজারে পাঠাবে।

নানারকম বেগুণ আছে। মুক্তকেশী, মাকড়া প্রভৃতির ফলন আস্বাদ ও চাহিদা বেশী কাশীর নিকট রামনগরের বেগুণ যেমন বড় তেমনি মিষ্টি। আমেরিকার বড় বেগুন ব্যবসার পক্ষে ভাল নয়। কুলি বা শয়লা বেগুণ প্রচুর ফলে। খুব জলদি বাজারে উঠালে দুপয়সা বেশ আয় হয়।

ওলকপি ও গাজর

ওলকপি ও গাজরের চাষ ঠিক বাঁধাকপির মত নিয়মে ক'রবে। এদের জমি কেবল আর একটু বেলে হওয়া চাই। সারের পরিমাণ ওলকপিতে বাঁধাকপির সমান, এবং গাজরে কিছু কম লাগে আর কোনো প্রভেদ নেই

—০—

চতুর্থ অধ্যায়।

ফল।

কলা

বেশ খোলা জমিতে একটা চাষ দিয়ে আট হাত অন্তর ১ হাত গর্ত্ত ক'রে ছোট কলাগাছের চারা পুঁতে যেতে হয়। ঘাষ বিশেষতঃ লতা যেন কলা বাগানে না হয়। কলার চারা পুতবার সময় ফাল্গুন ও চৈত্র মাস ভাদ্র মাসে ক্ষেত কুপিয়ে দেবে গাছের পাতা কাটবে না। শুক্‌নো পাতাগুলো পুড়িয়ে অন্য ক্ষেতে সার দেবে। কলা ছাড়া শেষ হবামাত্র মোচা কেটে ফেলবে মর্ত্তমান, চাঁপা, লাল, কানাইবাঁশী, কাবুলি, ও সবুজ, এই কয় প্রকার কলা সুপ্রসিদ্ধ। কাঁচাকলার ভিতর ইটেকাঁটালি ও বড়বগুলা সুপ্রসিদ্ধ। ৫ ৬টার বেশী গাছ এক ঝাড়ে রাখবে না জমি বেশী ক'ড়্‌লে জল দিতে হয়।

পেঁপে।

বর্ষাকালে পেঁপের বীজ মটরের মত ক'রে হাঁপরে দিয়ে বের করে নিয়ে ২নং সার ক্ষেতে দিয়ে ৮ হাত অন্তর লাইনে ৮ হাত অন্তর রুয়ে যাবে কেউ কেউ কার্ত্তিক মাসেও বোয় মাদ্রাজ, সাঁওতাল পরগণা পাপুয়া, জাভা ও সিঙ্গাপুরের পেঁপে উৎকৃষ্ট মদ্দা পেঁপে গাছ কেটে না ফেলে ফুল ভেঙ্গে তরকারি খেয়ে অল্প সংখ্যায় পাক্‌বার জন্যে রাখ্‌লে অতি উৎকৃষ্ট পেঁপে হয় পেঁপের চারার গোড়ায় ৩নং সার ও ক্ষেতে হাড়ের গুঁড়ো দিলে পেঁপে খুব বড় হয়

খরমুজা ; সরদা ও তরমুজ।

বেলে জমি নদীর ধারে হ'লে তাতে ৪নং সার দিলে খরমুজা, সরদা ও তরমুজের প্রথম শ্রেণীর জমি তৈরি হবে। কার্ত্তিক মাসের প্রথমে "জো" মাটিতে ৮হাত অন্তর হাপর ক'রে কপিবীজের হাপরের মত সার দিয়ে হাপরে চারা তৈরি ক'রবে ৩ ৪ হাত লম্বা হলে তার গোড়ায় ৩নং সার দেবে। মধ্যে মধ্যে জল দেবে এবং সর্ব্বদা পোকা-মাকড় থেকে চারা রক্ষা ক'রবে এসব ফসও জলদি ও নাবি ৩।৪ বার রুইবে তাহ'লে সর্ব্বদা ফল পাওয়া যাবে। গোয়ালন্দ ও আমেরিকার তরমুজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সরদা লক্ষ্ণৌ ও কাবুলি উৎকৃষ্ট।

সমাপ্ত।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত অন্যান্য পুস্তক ঃ—

(১) জাতীয়তার অনুভূতি; (২) কুটীর শিল্প, (৩) ব্যক্তিগত অর্থনীতি, (৪) রং ও রঞ্জন-বিদ্যা (৫) মানুষ তৈরির মসলা—প্রত্যেক পুস্তক ।০; মাশুলাদি পৃথক্।

(১) কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার মহৌষধ—"কালাম্যালেরিন্।" (২) সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতায় ও ঐন্দ্রিক ব্যাধিতে—"হেল্‌থ্ রেষ্টোরার।" (৩) অজীর্ণ, অম্ল, অক্ষুধা, পেটের পীড়া ও কোষ্ঠবদ্ধে—"ডাইজিন্।"

১০ দিন সেবনোপযোগী প্রত্যেক ঔষধ ২৲; মাশুলাদি পৃথক্। এই পুস্তকের প্রকাশকের ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

প্রিন্টার—
শ্রীযোগজীবন ঘোষ,
কাণ্ডারনী প্রেস্
১৮।১নং ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট
কলিকাতা।